بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৫ই মে, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে তাঁর বিনয় ও নম্রতার গুণাবলী বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা এই বিশ্বাস ও ঈমান রাখি যে, পৃথিবীতে যদি কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর পূর্বেও তাঁর ন্যায় কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করেনি আর পরেও কেউ জন্মগ্রহণ করবে না। আল্লাহ্‌র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান আর সমস্ত উত্তম চরিত্র ও মানবীয় গুণের সর্বোচ্চ মানের সমাহার ঘটেছিল মহানবী (সা.)-এর সত্তায়। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অন্যতম গুণ হলো বিনয় ও নম্রতা, যার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁর সত্তায় খুঁজে পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারীদেরও সর্বদা এই উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুমিনের উচিত বিনয়ের এই গুণটিকে সবসময় নিজের জীবনের অংশে পরিণত করা। মহানবী (সা.)-এর সুমহান এই গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে এ ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন যে, قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُکُمۡ অর্থাৎ, হে নবী (সা.)! তুমি তাদের বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। যাহোক, এ প্রসঙ্গে আজ আমি কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরব, যেগুলোতে বিভিন্ন সময়ে স্পষ্টভাবে তাঁর এই গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, 'মিথ্যা অহংকার, অনর্থক দম্ভ ও বড়াই প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা আবশ্যক। দেখুন! মহানবী (সা.) যিনি প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন, তাঁর নম্রতা ও বিনয়ের একটি উদাহরণ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত আছে, একজন অন্ধ মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পবিত্র কুরআন পাঠ শিখতেন। একদিন মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শহরের প্রধানরা সমবেত হয়েছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন। আলাপে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়ায় সেই অন্ধ ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে যান। এটি খুবই সাধারণ বিষয় ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'লা এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সূরা অবতীর্ণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির বাড়িতে যান এবং তাকে সাথে করে নিয়ে এসে নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তার ওপরে তাকে বসান। আসল কথা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সম্মান সর্বদা বিরাজমান থাকে, তাদের অবশ্যই বিনয়ী ও নম্র হতে হয়; কারণ তারা খোদার অমুখাপেক্ষিতার ভয়ে সর্বদা কম্পিত ও শঙ্কিত থাকে। কাজেই, এটি কেবল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা-ই নয়, বরং এটি আমাদের জন্য অনেক বড়ো একটি শিক্ষা যে, মহানবী (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অতএব, তাঁর (সা.) প্রতি তোমাদের ভালোবাসার দাবি সত্য হয়ে থাকলে তোমরাও বিনয় ও নম্রতার এই সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করো।

এরপর হুযূর (আই.) একাধারে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, **প্রত্যেক মানুষের মাথার সাথে দুটি শিকল বাঁধা রয়েছে। একটি শিকল আকাশের দিকে এবং অপরটি ভূমির দিকে। বান্দা যখন নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করে তখন যে ফিরিশ্‌তার হাতে আকাশের শিকলটি রয়েছে তিনি সেই শিকলটিকে ওপরের দিকে টেনে নেন আর যখন সে অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শন করে, তখন ভূমির শিকলটি তাকে নিচের দিকে টেনে নেয়।** তিনি (সা.)

এও বলেছেন, **যখন বান্দা নম্রতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উন্নীত করেন।** তিনি (সা.) অন্যত্র বলেন, দানশীলতা সম্পদে বিন্দুমাত্র ঘাটতি সৃষ্টি করে না আর মানুষকে ক্ষমা করার ফলে তার সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং **যে কেউই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দান করেন।**

মহানবী (সা.)-এর নিজের নম্রতার মান কীরূপ ছিল? এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **'হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে সর্বোত্তম ব্যক্তি ব্যক্তির সর্বোত্তম পুত্র!** তার একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, **হে লোকসকল! খোদাভীতিকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও, শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই মর্যাদার চেয়ে বাড়িয়ে বর্ণনা করো যা আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন।** অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, কেউ তার আমলের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনিও কি? তিনি (সা.) বলেন, আমিও না; যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার চাদরে আবৃত করে না নেন। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী **(সা.) এই দোয়া করতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখো, মিসকীন হিসেবে মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের সাথেই আমাকে পুনরুত্থিত কোরো।** একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা যার মানসিক ভারসাম্যে কিছুটা ত্রুটি ছিল সে মহানবী (সা.)-কে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সাথে আমার একটি কাজ আছে। তিনি (সা.) বলেন, **হে উম্মে অমুক! তুমি যে গলিতেই চাও আমাকে নিয়ে চলো, যতক্ষণ না আমি তোমার কাজ সম্পন্ন করে দিই।**

হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন মুসলমানেরা তাঁর (সা.) দিকে ছুটে যায় এবং 'হাররা' নামক স্থানে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানায়। তিনি (সা.) বনু আমর বিন অউফ গোত্রের মহল্লায় তাদের সাথে অবস্থান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং মহানবী (সা.) নীরবতার সাথে বসে ছিলেন, আনসারের মধ্যে যারা মহানবী (সা.)-কে ইতিপূর্বে দেখেন নি তারা এসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম করতে থাকেন, এ সময় মহানবী (সা.)-এর ওপর রোদ পড়তে থাকলে হযরত আবু বকর (রা.) ওঠে দাঁড়ান এবং নিজের চাদর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর ছায়াবৃত করেন। তখন সাধারণ মানুষ মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন। এটি তাঁর সাদামাটা জীবন এবং পরম বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কথা বলার সময় তার কাঁধ কাঁপতে আরম্ভ করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, **শান্ত হও! আমি কোনো বাদশাহ্ নই। আমি তো এমন এক নারীর সন্তান, যিনি শুষ্ক মাংস খেতেন।** মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, **আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন কোরো না, যেমনটি খ্রিষ্টানরা ইবনে মরিয়মের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র এক অধম বান্দা। তোমরা আমার সম্পর্কে শুধু এটুকু বলো যে, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল।** তিনি (সা.) আরও বলেছেন, **কারো জন্য এটি বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) বিনম্রতার কারণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের বিষয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন।** এক ব্যক্তি তাঁকে (সা.) **খায়রুল বারিয়্যা বা সৃষ্টির সেরা** বলে সম্বোধন করলে তিনি (সা.) বলেন, খায়রুল বারিয়্যা তো ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) এক লক্ষ সাহাবীর সাথে উমরা পালন করেন এবং সে সময় তাঁর বিনম্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি তখন একটি সাধারণ হাওদাবিশিষ্ট বাহনের

ওপর এমনভাবে বসেছিলেন যে, বিনয়ের ফলে তাঁর মাথা উটের কুঁজের সাথে লেগে যাচ্ছিল আর তাঁর পরিধেয় চাদরটি ছিল মাত্র চার দিরহাম অথবা তার চেয়েও কম মূল্যের।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী **(সা.) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে যেতেন, জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন এবং গাধার পিঠে আরোহণ করতেন আর ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন।** তিনি (সা.) সামান্য খাবারের দাওয়াতও কবুল করে নিতেন এবং বলতেন, **আমাকে যদি ছাগলের পায়ার মাংসের নিমন্ত্রণও করা হয়, তবে আমি তা গ্রহণ করব।** মহানবী (সা.) মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি কতটা খেয়াল রাখতেন তার উদাহরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, **তিনি একবার এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরেন এবং তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খাবারে অংশীদার করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও আর তাঁর ওপর ভরসা করে খাও।**

মহানবী (সা.) এক সফরে ছাগলের মাংস রান্না করার নির্দেশ দিলে সাহাবীরা ছাগল যবাই করা, চামড়া ছাড়ানো এবং রান্না করাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তিনি (সা.) বলেন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই কাজের জন্য আমরাই যথেষ্ট। তখন তিনি (সা.) বলেন, **আমি জানি, তোমরাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি চাই না যে, আমি তোমাদের মধ্যে নিজেকে বিশিষ্ট বা বড়ো করে দেখাই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর বান্দা মানুষের মাঝে নিজেকে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রকাশ করবে।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) গৃহস্থালির কাজকর্মে বাড়ির লোকদের সাহায্য করতেন এবং যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন**। হুযুর (আই.) বলেন, এখানে সেসব পুরুষদের জন্যও নির্দেশনা রয়েছে যারা বাড়ির কাজকর্ম করতে একেবারেই অনীহা প্রকাশ করে এবং যার ফলে স্ত্রীদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করা উচিত। তবে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বাড়ির কাজকর্মের মূল দায়িত্ব নারীদের। অনুরূপভাবে তিনি (সা.) সর্বদা, অগ্রাধিকারমূলক আচরণ বা বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। মসজিদে নববী নির্মাণের সময় তিনি (সা.)ও অন্যান্য সাহাবীর সাথে ইট বহনের কাজে অংশ নিয়েছেন, পরিখা খননের সময় মাটি বহন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আমার দৃষ্টিতে পবিত্র হওয়ার এটিই সর্বোত্তম পন্থা এবং এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা পাওয়া সম্ভব নয় যে, মানুষ কোনো প্রকার অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করবে না; না জ্ঞানগত, না বংশগত আর না-ই সম্পদের। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন দরিদ্র ও অসহায় বৃদ্ধার সাথে সেইরূপ সদ্ব্যবহার না করবে যা একজন উচ্চ বংশীয় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সাথে করে থাকে বা করা উচিত এবং সব রকমের গর্ব, দম্ভ ও অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত না করবে সে কষ্মিনকালেও খোদা তা'লার রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।** আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনয় ও নম্রতার প্রকৃত অর্থ বোঝার এবং সর্বদা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আদর্শকে সমুন্নত রাখার এবং তা অনুসরণের তৌফিক দান করুন। আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)